দামুড়হুদায় ৪জন পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানার বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৪ জন পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের মৃত মন্টু মিয়ার ছেলে মাহাফুজ (২৯), একই গ্রামের নুরুল ইসলাম ওরফে নুহুর ছেলে জিয়ারুল ইসলাম (২২), রামনগর গ্রামের আমানউল্লাহর ছেলে মাসুম আলী (২৩), এবং কালিয়ারকরি গ্রামের মৃত হযরেত আলীর ছেলে শাহজাহান আলী।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন এর নেতৃত্বে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

এসময় জিআর নং-৯৯/২৫ মামলার আসামি জয়রামপুর গ্রামের মাহাফুজ, পারিজারি-৫৮/২০২৪ মামলার আসামি রামনগর গ্রামের মাসুম আলী, জিআর নং-৯৯/২৫ মামলার আসামি জয়রামপুর গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম এবং সিআর নং-১২৫৩ মামলার আসামি কালিয়ারকরি গ্রামের শাহজাহান আলীকে তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত সকল আসামিকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং আদালতের পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার পলাতক আসামি শাকিল আহমেদ (২৮) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শাকিল আহমেদ গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মইদুল ইসলােমের ছেলে।

গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি টিম শনিবার (০২ মে) বেলা ১১টার দিকে রামনগর বাজারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

শাকিলের বিরুদ্ধে চতুর্থ শ্রেণির এক মাদ্রাসা শিক্ষর্থীকে অপহরণ ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বামন্দী পুলিশ কযাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপ-পরিদর্শক শযামা পদ।

ওই ছাত্রী গত ২ এপ্রিল সকালে মাদ্রাসাতে কোরআন পড়তে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে তাকে জোর করে মুখ চেপে ধরে নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গোরস্থানের মধ্যে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় শাকিল।

এসময় ওই শিশুটির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসলে সে পালিয়ে যায়।

এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৩০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার পর থেকেই পলাতক ছিলেন শাকিল আহমেদ।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার আল মামুন এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন গ্রেপ্তর শাকিলকে দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।